ড্রেস আপ ইওর পেট ডে

সাজগোজ করা কি শুধু মানুষের অধিকার? পোষ্য বলে কি সেজেগুজে থাকা যাবে না? আলবাত যাবে। তাই প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি নিজেদের পোষ্যকে হাল ফ্যাশনের পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন অনেকে।

মন খারাপ উড়িয়ে জমজমাট ছাদ পিকনিক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : এক কোনায় বাঁশ লাগিয়ে মাথার ওপর কাপড় টাঙানো হয়েছে। ঘরের ওভেনটিকে নিয়ে এসে সেখানেই রান্নাবান্না চলছে। বাতাস চিকেনের গন্ধে ম-ম। ঘরের টেবিলগুলিকে একটু দূরে এনে রেখে সার দিয়ে সাজানো হয়েছে। খবরের কাগজ খুলে ভিতরের পাতাগুলি তার ওপর সাজানো। টেবিলের ওপর সার দিয়ে থালা-বাটি। সেই টেবিলের পাশে চেয়ারে হাসিমুখে অনেকে বসে। নিশ্চয়ই ভাবছেন কী চলছে? এ যে আমাদের খুবই পরিচিত 'ছাদ পিকনিক'। করোনা পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির পাড়ার পাড়ায় যার খুব বাড়বাড়ন্ত।

২০২০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ উত্তরে করোনার দাপাদাপি শুরু হয়েছে। দুষ্টু ভাইরাস বিদায় নেবে আর এবছরটা খুব ভালো যাবে বলে অনেকেই ভেবেছিলেন। কিন্তু তা আর হল কই! সেই ভাইরাসের দাপাদাপি এখনও চলছে। মাঝখান থেকে মানুষের বিনোদনের বারোটা বেজেছে। ভাইরাস ভয়ে প্রকৃতির কোলে পিকনিক তো এখন অনেকের কাছে রীতিমতো স্বপ্নই। কিন্তু কথায় বলে না, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়! হয়েছে। শহর শিলিগুড়ি আজকাল ছাদ পিকনিকে মেতেছে। যাঁদের বাড়িতে ছাদ নেই, সেখানে উঠোনই মুশকিল আসান। ছাদ, উঠোনে ওড়া বেলুন, স্টিরিওতে জোর গানে চারদিকে রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ। এসব পিকনিকে পরিবারের সদস্য, আবাসন হলে সমস্ত বাসিন্দার মজা সে অংশগ্রহণ।

পাহাড়ে গিয়ে পিকনিক না করতে পেতে সায়ন্তিকা, প্রিয়া, আকাশ সহ অনেকের মন খারাপ। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির বড়রা যখন ছাদ পিকনিকের প্রস্তাব দিলেন সায়ন্তিকার মুখে যেন আর হাসি ধরে না। অনুভব সাহা, অর্পণ সাহা, সুস্মিতা সাহা মিলে তো বাড়ির ছাদ পিকনিকে রীতিমতো 'বারবিকিউ'-এর আয়োজনই করে ফেললেন। সেখানে রান্না করা চিকেন টিক্কা, পনির কাবাব প্রতিবেশীদের হিংসা বাড়াল। সুমিত, কৌশিকরা এবছর বন্ধুদের সঙ্গে রকি আইল্যান্ডে গিয়ে পিকনিকের প্ল্যান করেছিলেন। কিন্তু করোনা তাতে বাধ সাধে। শেষটায় ছাদ পিকনিকে সায়। একটি গ্রিল মেশিন ভাড়া নিয়ে আসা। তাতে চিকেন কাবাব তেমনটা হল না বটে কিন্তু পিকনিকের মজাটা পুরো উসুল করে দিল।

তবে এভাবে পিকনিকে বিপদ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন। তাই এভাবে আনন্দ উদযাপনে মাতলেও করোনাবিধি মেনে চলতে তাঁরা পইপই করে সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। উৎসবের আয়োজনে মেতে শেষটায় যদি সেই উৎসবের জেরেই সমস্যায় পড়তে হয় তবে সেই উৎসবের কোনও মানেই হয় না বলে তাঁরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

কোভিডবিধি ভাঙার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কোভিডবিধি ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনি প্রচারের অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার রাতে শংকরবাবু বলেন, '২৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ভারতনগরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একটি ভবনে সভা করেছে তৃণমূল। সেই সভায় দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্য নেতা-নেত্রীরা ছিলেন। ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী প্রতুল চক্রবর্তীর সমর্থনে এই সভা হয়েছে।' জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। সরকারি কোভিডবিধি মেনেই আমাদের সভা হয়েছে। ৫০ জনের বেশি উপস্থিতি ছিল না।'

হিলকার্ট রোড দখল করে এভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে টোটোর সারি। বৃহস্পতিবার। ছবি : তপন দাস

সংক্রমণ বাড়ছে প্রচার নিয়ে আর্জি শহরের

ভিড় করবেন না, প্লিজ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দাদা, এত ভিড় করবেন না, প্লিজ। কথাটা বলা খুব দরকার। কিন্তু কেউ আর বলছে কই! কাউকে কী করেই বা আর দোষ দেওয়া যায়!

শিলিগুড়িতে দৈনিক সংক্রমণের মাত্রা লাফিয়ে বাড়লেও রাজনৈতিক নেতাদের আর হুঁশ কই! পুরভোটকে কেন্দ্র করে রোজই সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দু'বেলা তাঁদের বেরিয়ে পড়া চলছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সেই ভিড়ে প্রার্থীরাও থাকছেন। ডান-বাম সব দলই এই কাণ্ডটি ঘটাচ্ছে। সাধারণ মানুষ সবই দেখছে, তাঁদের মধ্যে ক্ষোভও ছড়াচ্ছে। 'দাদা, এত ভিড় করবেন না, প্লিজ' বলার ইচ্ছেটাও প্রবলভাবে বাড়ছে। কিন্তু তাঁরা আর সে কথা বলতে পারছেন কই! পাছে রাজনৈতিক নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়।

শিলিগুড়ি পুরভোটের জন্য হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি আছে। তাই প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। কোভিড পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট নিয়ম নামতে নির্বাচন কমিশন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও

ভোট প্রচারে জমায়েতে হুঁশ নেই নেতাদের। -সংবাদচিত্র

রাজনৈতিক দলই সে কথা আর মানছে না। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুর এলাকায় ২৩৯ জন করোনা সংক্রামিত হন। দিনকে দিন শিলিগুড়িতে সংক্রমণ বাড়লেও এবিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির যেন কোনও হুঁশই নেই।

ভোটে জয়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের নেতারা তাঁদের নিজ নিজ ওয়ার্ডে ছুটছেন। তবে বেশি লোক নিয়ে প্রচারে বের হয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস অনায়াসে অন্যদের ছাপিয়ে যাচ্ছে। বাসিন্দাদের এমনই অভিযোগ।

যদিও দলের নেতা তথা এবারের প্রার্থী রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমরা দু'-তিনজন লোককে নিয়েই প্রচারে বের হই। কিন্তু রাস্তায় অনেকে আমাদের সঙ্গে হাঁটেন। আমরা অনেককে অনুরোধ করে বাড়িতেও যেতে বলি।' এই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা মনোজ সরকারের বক্তব্য, 'নেতারা দলবেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন। করোনাবিধি ভাঙলেও পুলিশ এই সময় কোনও ব্যবস্থা নেয় না। অথচ মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হলেই পুলিশ সাধারণ মানুষের নামে মামলা করে।' ভোটের সময় প্রার্থীরা যেভাবে ভিড় করে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাতে কলেজপাড়ার এক মহিলা প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানান। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিতে বাসিন্দারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

প্রচারে ক্ষোভ

- দল বেঁধে নেতারা ভোট প্রচারে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন
- এই সময় করোনাবিধি ভাঙা হলেও পুলিশ একদম চুপ
- শহরে ভোট প্রচারে এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় ক্ষোভ বাড়ছে

হাওয়া কোনদিকে, চিন্তায় সব দল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে এবার শিলিগুড়িতে অনেকটাই নিঃশব্দে ভোট হচ্ছে। করোনা সংকটই এর মূল কারণ। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভোটারদের মন ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ফলে হাওয়া ঠিক কোনদিকে, ভোটাররা ঠিক কী চাইছেন- তা তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ছে। ভোট ভাগ্য কোনদিকে মোড় নেবে সেটাই চিন্তার বিষয়- বলছেন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।

লোকসভা, বিধানসভা ভোটের তুলনায় পুরনিগমের ভোটচিত্র অনেকটাই আলাদা। পুরভোটে সারা শিলিগুড়ি কার্যত উৎসবের আকার নেয়। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফ্লেক্স, দেওয়াল লিখন, দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়া এবং প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে স্ট্রিট কর্নার। সেখানে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ভিআইপি নেতা-মন্ত্রীদের ভাষণ। এটাই শিলিগুড়ি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দেখে এসেছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণ এবার সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে।

শিলিগুড়িতে করোনার সংক্রমণ এতটাই বাড়তে শুরু করেছে যে, প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েও তেমন সাড়া পাচ্ছেন না। পাড়ার রাস্তা দিয়ে গুটিকয়েক লোকজন নিয়ে হাঁটছেন। বাড়িতে গেলে সবাই যে বেরিয়ে এসে প্রার্থীর সঙ্গে কুশলবিনিময় করছেন, সবাই তাঁর কথা শুনছেন এমনটা নয়। অনেক সময়ই কলিং বেল একাধিকবার বেজে গেলেও কেউ সাড়া দিচ্ছেন না। আবার কোনও বাড়িতে একজন হয়তো বাড়ির প্রধান দরজায় এসে কথা বলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন।

ছবি বদল

- শিলিগুড়িতে পুরভোট প্রতিবার উৎসবের চেহারা নেয়
- এবার করোনা সংক্রমণ সেই ছবি পালটে দিয়েছে
- মিটিং, মিছিল, হেভিওয়েট নেতাদের এনে প্রচার বন্ধ
- বাড়ি বাড়ি প্রচারে তেমন সাড়া মিলছে না
- ফলে মানুষের মনোভাব বুঝতে সমস্যায় ডান-বাম সব দল

এই পরিস্থিতির মধ্যে ভোটারদের মন বুঝতে কার্যত অপারগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন সরকারের কথায়, 'অন্যবারের তুলনায় এবার ভোট প্রচারে অনেকটাই বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। পাশাপাশি মিটিং, মিছিলের অতটা সুযোগ নেই। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও সবসময় কোভিডবিধি মানতে হচ্ছে। এটা ঠিকই যে, ভোটারদের সেভাবে কাছাকাছি যেতে না পারায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমরা সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকি। মানুষের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।'

সিপিএম প্রার্থী সৌরভ সরকারের মন্তব্য, 'এতদিন অন্যের হয়ে প্রচার করেছি। এবার নিজেই প্রার্থী। একটা নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছি। দরজায় দরজায় গিয়ে প্রচার করার ফলে আমাদের দলের বক্তব্য, আমার নিজের কথা খুব বেশি বলার সুযোগ থাকছে না। মানুষও করোনার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। সব মিলিয়েই প্রচার করতে হচ্ছে।'

বর্তমানে করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শিলিগুড়িতে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ সংক্রামিত হচ্ছেন। প্রায় ঘরে ঘরে সংক্রমণ পৌঁছে যাওয়ার জোগাড়। এই পরিস্থিতিতে ডান, বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলই বাইরে থেকে কোনও নেতা-মন্ত্রীকে প্রচারে আনছে না। শিলিগুড়ির নেতা-নেত্রীরাই প্রচার করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বিজেপির হয়ে প্রচারে রয়েছেন।

ভোট প্রচারে প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ভোট প্রচারে সঙ্গী পুলিশকর্মী। কাউকে আবার ঘিরে রেখেছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী। শহরের হেভিওয়েট প্রার্থী সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্য, তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দেব ও রঞ্জন সরকার, বিজেপির ভোট প্রচারে রাস্তায় নামা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। প্রত্যেকেরই আশপাশে নিরাপত্তারক্ষীদের দেখে ভোটারদের মনে প্রশ্ন উঠছে, ওঁদেরই নিরাপত্তা নেই, আমাদের কীভাবে নিরাপত্তা দেবেন। গোটাটাই অবশ্য বিরোধীদের চক্রান্ত হিসেবেই দেখছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'আমি প্রচারে নামতেই বিরোধীরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই এধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে।' যদিও সাংসদের কথার কোনও উত্তরই দিতে চাননি গৌতম দেব। অশোকবাবুর বক্তব্য, 'সরকার প্রাক্তন মন্ত্রী, মেয়রকে নিরাপত্তা দেয়। সে হিসেবেই পেয়েছি। ওদেরও তো অনেকে নিরাপত্তারক্ষী পেয়েছে।'

এদিকে, আলাদা করে রঞ্জন সরকারের নিরাপত্তায় পুলিশকর্মী থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও গোটা বিষয়টা অস্বীকার করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন রঞ্জনবাবু। তাঁর বক্তব্য, 'এসব কথার কোনও মানে হয় না। আমি কোনও নিরাপত্তা নিয়ে চলি না।' পুরভোটকে কেন্দ্র করে রাস্তায় নেমেছেন বাম-ডান হেভিওয়েট নেতারা। যদিও নেতাদের সঙ্গে নিরাপত্তায় পুলিশকর্মীদের দেখে রীতিমতো অবাক হচ্ছেন ভোটাররা। শুধু নিরাপত্তা দেওয়াই নয়, নেতার কোট ধরা থেকে শুরু করে রোদ বাড়লে ছাতা ধরার কাজটাও চালিয়ে যাচ্ছেন ওই পুলিশকর্মীরা। কখনও প্রার্থীর হয়ে ভোটারদের চকোলেট দেওয়ার প্যাকেট বয়ে বেড়াচ্ছেন।

ছাতা ও চকোলেট

- ভোট প্রচারে রক্ষীরা নেতাদের খিদমতগার হিসেবেই কাজ করছেন
- কোট ধরার থেকে শুরু করে ছাতা ধরার কাজ তাঁরাই করে দিচ্ছেন
- এবার দেখা গেল ভোটারদের জন্য চকোলেট বয়ে বেড়াতে
- প্রশ্ন উঠেছে এই নেতাদের সঙ্গে প্রচারে থাকা দেহরক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে

সম্প্রতি ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্ট। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ মাহাতো বলছিলেন, 'সামনে যেভাবে বন্দুকধারী দুজন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীকে দেখলাম, তাতে তো কিছুটা ভয়ই পেয়ে গেলাম।' রাজুবাবুর অবশ্য বক্তব্য, ' আমি সবার সঙ্গেই মিশে যাই। সবার সবধরনের সমস্যা সমাধানেরই চেষ্টা করি।'

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে গৌতম দেবের সঙ্গে পুলিশকর্মীকে দেখে স্থানীয় বাসিন্দা অজন্তা দাসের বক্তব্য, 'ওঁর মতো নেতা, পুলিশ নিয়ে ঘুরছেন কেন, বুঝতে পারছি না।' একই প্রশ্ন উঠছে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়েও। অশোকবাবুর অবশ্য যুক্তি, 'আমি নিতে চাইনি। সরকারই প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে দিয়েছে। গৌতমবাবুও ওই হিসেবেই পেয়েছেন।' তবে রঞ্জনবাবু কীভাবে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে পুলিশকর্মী পেলেন, টিপ্পনী দিয়ে অশোকবাবু বললেন, 'ও কী কারণে নিরাপত্তারক্ষী পাচ্ছে, সেটা আমি বলতে পারছি না। এ ব্যাপারে কিছু বলাও ঠিক হবে না।' রঞ্জনবাবুর পালটা বক্তব্য, 'উনি যত কম কথা বলেন, ততই ভালো। উনি তো বিধানসভায় নিজের বুথে হেরে গিয়েছিলেন। তাই উনি এসব অবান্তর কথা বলছেন।'

আশ্বাসেও অন্ধকারে সেতু

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী পঞ্চম মহানন্দা সেতুর বাতি সংস্কারের ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়ার তিন মাস পরও পরিস্থিতি একইরকম রয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর সেতুটি অন্ধকারে ডুবে থাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দেয়। সৌরভবাবুর বক্তব্য, 'টেন্ডার করতে কিছুটা দেরি হয়েছে। বাতিগুলি দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

বুধবারই বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন স্থানীয় এক যুবক। অন্ধকার সেতুতে সামনে একটি হেডলাইট জ্বলা লরিকে বুঝতে না পেরে রীতিমতো তার মুখের সামনেই গিয়ে পড়েছিলেন ওই যুবক। কোনওক্রমে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এলাকাবাসীর বক্তব্য, এধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। বড় দুর্ঘটনা এখনও না হলেও ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। মাঝেমধ্যে এসজেডিএ'র আধিকারিকরা এলেও

পঞ্চম মহানন্দা সেতু।

আদতে বাতি জ্বলানোর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নজরে পড়ে না।

শহর ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে পঞ্চম মহানন্দা সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনে হাজারেরও বেশি মানুষ এই সেতু দিয়ে যাওয়া-আসা করেন। যদিও সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে যাওয়ায় সেতুটি আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত মাহাতো বলছিলেন, 'এই সমস্যার কবে সমাধান হবে জানা নেই। রাতে বড় লরি যাতায়াত করে। লরির সামনের একটি হেডলাইট খারাপ থাকলে দূর থেকে বোঝার উপায় থাকে না, সেটা লরি নাকি বাইক।' বেশ কিছু ক্ষেত্রে টোটোও ব্যাটারির চার্জ বাঁচানোর জন্য হেডলাইন না জ্বলিয়ে সেতুতে ওঠে। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে।' স্থানীয় বাসিন্দারা সেতুতে দ্রুত আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। নইলে সেতুটি সন্ধ্যার পর মরণফাঁদ হয়েই থাকবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

পরীক্ষার ফি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : অনলাইনে পরীক্ষার জন্য ফি নেওয়া বন্ধের দাবিতে শিলিগুড়ি কলেজ গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল এআইডিএসও। কলেজটি বর্তমানে পুরভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের দখলে থাকায় সরকারি কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের দাবিপত্র কলেজে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে ছাত্র সংগঠনটির তরফে দাবি করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে। এই মুহূর্তে কলেজগুলিতে অনলাইনে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনিতে করোনা পরিস্থিতির কারণে এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের আর্থিক অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। সেই কারণে পরীক্ষার ফি বাতিলের দাবি তুলেছে এআইডিএসও। সংগঠনের তরফে সৌরভ মোহন্ত বলেন, 'কোনওভাবেই পরীক্ষার ফি নেওয়া যাবে না। এর বিরুদ্ধে কোর্ট মোড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।' এ বিষয়ে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'পরীক্ষার বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঠিক করা হয়। অনলাইনে তারাই পরীক্ষার ফি নেয়। আমাদের কিছু করার নেই।'

স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : তরাই মর্নিং ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০তম জন্মতিথি উদযাপন করা হল। এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুপাড়ার তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলোচনা সভা করা হয়।

ডিয়ার ডগির জন্য স্পেশাল বার্থ-ডে কেক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কুকুরের বার্থ-ডে তো কী হয়েছে, তাই বলে কেক কাটা হবে না, তা হয় না। তবে আমাদের কেক আর ওদের কেকের মধ্যে ফারাক রয়েছে। ওদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে প কেক। যা তৈরি হয়ে থাকে সারমেয়দের জন্যই। শহরে সারমেয়প্রেমীদের কাছে এই কেকের চাহিদাও রয়েছে খুব।

শিলিগুড়ি শহরে দিন-দিন বিদেশি প্রজাতির কুকুর পোষার ঝোঁক বাড়ছে। প্রধাননগরের বাসিন্দা করিশ্মা সেনগুপ্ত বলেন, 'বাড়ির কুকুরের নাম মিমি। যখন একমাস বয়স ছিল ওর তখন বাড়িতে নিয়ে এসেছি। এখন দু'বছরে পা দিয়েছে। মিমির জন্মদিনে ওদের শরীরের পক্ষে ভালো এমন কেক রয়েছে জেনে ভালো লাগছে।' নিজের সারমেয়কে আদর করে পাকুম ডাকেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, 'ইন্টারনেটে পড়েছিলাম, সারমেয়দের জন্য প কেক রয়েছে। পরে বেকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার সারমেয়র জন্মদিনে প কেক কেটেছি।' সারমেয়প্রেমীদের প কেকের চাহিদা দেখে প কেক তৈরি করছেন বেকার পূজা দত্ত। তাঁর কথায়, এই ধরনের কেকগুলো দই, সোয়া মিল্ক, পিনাটবাটার দিয়ে করা হয়। এই কেকে বাটারের পরিবর্তে অলিভ ওয়েল দেওয়া হয়। এছাড়াও ময়দার পরিবর্তে ওটস ও আটা ব্যবহার হয়। কলা, গাজর, মধু এসব ব্যবহার করা হয়। যা সারমেয়দের শরীরের পক্ষে ভালো। তবে এধরনের কেক হিউম্যান কেকের তুলনায় অনেকটা খরচসাপেক্ষ। এই মত বেকার প্রিয়াংকা সরকারের।

> এধরনের কেক হিউম্যান কেকের তুলনায় অনেকটা খরচসাপেক্ষ।
>
> -প্রিয়াংকা সরকার

মেয়াদ ছাড়া মিষ্টি ফিরল

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : অন্য খাবার, ওষুধ কেনার সময় সেটা তৈরির তারিখ এবং কতদিন মেয়াদ তা দেখে নেওয়ার অভ্যাস থাকলেও মিষ্টি কেনার ক্ষেত্রে আমরা সেরকম কিছুই ভাবী না। মিষ্টির দোকানে গিয়ে লোভনীয় মিষ্টি কেনার সময় তা কতদিন ঠিক থাকবে তার খোঁজও নিই না। সেজন্য গত বছর এফএসএসএআই নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে মিষ্টির দোকানে মিষ্টির মেয়াদ উল্লেখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, গত বছর জুন মাস থেকেই খাবারের মেয়াদের উল্লেখ রাখা বাধ্যতামূলক। বলা হয়েছে, স্থানীয় মিষ্টির দোকানে প্যাকেটজাত মিষ্টি তৈরির তারিখ ও সেই মিষ্টি কতদিন খাওয়া যাবে তার বিবরণ দিতে হবে। নির্দেশিকা পাওয়ার পর প্রথম প্রথম মিষ্টির ট্রের গায়ে মিষ্টির সমস্ত বিবরণ লাগিয়েও ছিলেন মিষ্টান্ন বিক্রেতারা। কিন্তু বছর ঘুরতেই নির্দেশিকা থাকলেও মিষ্টির দোকানে আর সেসবের বালাই নেই। তবে এব্যাপারে বেশিরভাগ ক্রেতারই কোনও মাথাব্যথা নেই। আবার কারও থাকলেও দোকানদারের সাফ জবাব, মিষ্টি নিতে হলে নিন, না হলে নিতে হবে না। প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় নির্দেশ থাকলেও মেয়াদ উল্লেখ ছাড়া মিষ্টি রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে।

কোনও মিষ্টিতে বিধিমতো মেয়াদের উল্লেখ নেই। ছবি : তপন দাস

হিলকার্ট রোডের একটি মিষ্টির দোকানের কর্ণধার রিতম গোয়েল বললেন, 'দোকানে মিষ্টির বিবরণ রাখা হয়েছিল। তবে এখন সেভাবে রাখা হয় না। তবে আমরা ক্রেতাদের ফ্রেশ মিষ্টি বিক্রি করি।' অন্যদিকে বিধান রোডের একটি মিষ্টির দোকানের কর্ণধার দীপঙ্কর সাহার বক্তব্য, 'মিষ্টির বিবরণ লেখা থাকে। তবে কাজের চাপে তা প্রতিদিন আপডেট করা হচ্ছে না।' বাবাই সরকার নামে এক ক্রেতা জানান, কোনও মিষ্টির ট্রে-তেই বিবরণ নেই। এমনকি এটা যে নির্দেশিকায় রয়েছে, সেটাই অনেক দোকানদার ভুলে গিয়েছেন।